আজ আজকালের সঙ্গে বিনামূল্যে

আজকাল

১ জুলাই ■ ২০১৪

চলো রিও . . .

রোজকার ধুলো-ধোঁয়া ধুয়ে ফেলতে
প্রতিদিন ব্যবহার করো আর
ঝলমল করো, তারকার মতো।

বোরোলীনের
গ্লোসফ্ট
ফেসওয়াশ

হলুদের জাদু...
কোমল, উজ্জ্বল
ত্বকের জন্য

বিশ্বকাপ ও ২ বাঙালি 'ব্যাঙ্কার'

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

শরীর সযুত না হওয়ায় বিশ্বকাপটাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বাবা ও ছেলে। রাত সাড়ে ৯টার খেলাটা দেখে বাবা শুতে যাচ্ছেন তো ছেলে দায়িত্ব নিয়েছেন মাঝ ও শেষ রাতের খেলা দুটোর। পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে নোট এক্সচেঞ্জ করছেন। সব করছেন, তবু কেন জানি মন ভরছে না। পিতা-পুত্র দুজনেরই কবুলিয়তি— খেলা এখনও তেমন জমেনি। যাদের খেলা দেখার জন্য গোটা বিশ্ব চার বছর ধরে বিশ্বকাপের অপেক্ষায় হা-পিত্যেশ করেছিল সেই মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো, ওজিল, হার্নান্ডেজ, পিরলো ও রুনি— কেউই এখনও পর্যন্ত ঝলসে ওঠেনি। তাই বলে কি বাকি খেলাগুলো আর দেখবেন না? একটু আগে যোগব্যায়াম সেরে উঠেছেন পিয়ারলেসের এম ডি এস কে রায়। পরনে দুধ-সাদা ঢিলে ট্রাউজার্সের ওপর একই বর্ণের গলাবন্ধ স্টাইলের হাওয়াই শার্ট। সিটিং রুমের সোফার অদূরে মেঝেতে তখনও পড়ে যোগব্যায়ামের স্বাক্ষর মাদুর, ছোট দুটি মাথার বালিশ। গলাবন্ধেই হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, দেখব তো বটেই। হয়ত যেদিন দেখব না, সেদিনই মিস করে যাব এদের কারও না কারও সেরা খেলাটা।

পিয়ারলেস আর ফুটবলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কলকাতা ময়দান সাক্ষী। আজ সংস্থার বয়স ৮২ বছর। পিয়ারলেসের সুবর্ণজয়ন্তীতে সংস্থা পিয়ারলেস ট্রফির আয়োজন করেছিল। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান ছাড়াও সাংবাদিকদের একটি টিমও ওই টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছিল। তা ছাড়া কলকাতার ফুটবল লিগে পিয়ারলেসের টিম এক সময় সুপারলিগে খেলেছে। এখন রয়েছে পরের ধাপে। মন চাইলেও শরীর চায় না বলে রায়সাহেব ময়দানেও যেমন যান না তেমনই যান না বিশ্বকাপের আয়োজক দেশেও। তবে ছেলে জয়ন্ত, যিনি পিয়ারলেসের অন্যতম ডিরেক্টর, সুযোগ পেলেই চলে যান সটান মাঠে। '২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপে জয়ন্ত তো ও দেশের মাঠে বসেই খেলা দেখেছে', বললেন রায়সাহেব।

রায়সাহেবের চেয়ে বয়সে অন্তত ১৭ বছরের ছোট 'বন্ধন'-এর এম ডি চন্দ্রশেখর ঘোষ। পিয়ারলেস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় পরিচিত রেসিডুয়াল নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে। আর বন্ধনের বর্তমান স্ট্যাটাস নীতিগতভাবে ব্যাঙ্ক। রায়সাহেব থাকেন দক্ষিণ কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবরের গায়ে মেঘনাদ সাহা সরণির (পুরনো সাদার্ন অ্যাভিনিউ) নিজের বাড়িতে। ঘোষ মশাইয়ের বাড়ি দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায় ঝিলের পাড়ে সার্ভে পার্কে। সকাল সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরোন। ফেরেন সেই রাত আটটায়। অফিসের সব কাজ শেষ হয়েও হয় না, মাথায় আটকে থাকে। বাড়ি ফিরে আড়াই বছরের ভাইপোকে আদর করে সোজা উঠে যান দোতলায়। স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে সাড়ে ৯টায় চালিয়ে দেন টিভি— 'নেইমার, মেসি, রোনাল্ডোদের দৌড়ঝাঁপ দেখতে দেখতে মনে হয় এরা যেন মানুষ নয়, মেশিন। অফুরন্ত এনার্জি। আমি চোখ ভরে ওই এনার্জিটুকু শুষে নেওয়ার চেষ্টা করি।'

রোজ সকালে বাড়ির সামনে ঝিলে পৌনে এক ঘণ্টা সাঁতার কাটেন ঘোষমশাই। মেদহীন পেটানো দীঘল মানুষটি নিজেই যেন ফুটবলার। ফুটবল ভালবাসেন। ছেলেবেলার কথা মনে আছে। ত্রিপুরায় মামাবাড়িতে গিয়ে একবার ফুটবলের দরুন পায়ে চোট পেয়েছিলেন। দাদু ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ওষুধে দু'দিনেই আবার ফিট। সত্তরের দশকের শেষ, আশির দশকের গোড়ায় সদ্য যুবক চন্দ্রশেখর সমবয়সী মামার (মার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে) সঙ্গে ময়দানে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান দেখতেন। কে হারলে কষ্ট পেতেন? এ প্রশ্নের জবাবে সহাস্য উত্তর, 'ইস্টের কষ্ট কে সহ্য করে বলুন।' চন্দ্রশেখরের দেশ কিন্তু সেই ঢাকার নারায়ণগঞ্জ। যেমন রায়সাহেবের দেশও সেই নারায়ণগঞ্জ। পুরনো সম্পর্কের জেরে, দেশের টানে ইস্টবেঙ্গলের জন্য রায়সাহেবের মনও কুরকুর করে। ঠিক একইভাবে মন কুরকুর করেছে ঘোষমশাইয়ের রোনাল্ডোর জন্য। বললেন, 'রোনাল্ডো একা খেলবে কী করে? ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঙ্গত করার মতো খেলোয়াড় তো পর্তুগাল দলে কেউ নেই। একজন লিডার জানবেন ততটাই ভাল যতটা ভাল তার দল।'

পিয়ারলেস ও বন্ধনের দুই লিডারকে তাঁদের অফিস কলিগ থেকে লাখ লাখ গ্রাহক এত বছর ধরে দেখছেন। দুই বাঙালি ব্যাঙ্কারকে তাঁদের গ্রাহকরাই নেতৃত্বের সর্বোচ্চ ধাপে তুলে ধরেছেন, কারণ নেতাদের নিষ্ঠা, শ্রম ও নেতৃত্বে তাঁরা কোনও ঘাটতি পাননি। তাই ঘরে বসে টিভির সাহায্যে এই দুই নেতা বিশ্বকাপের নেতাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী খোঁজার চেষ্টা করছেন, ঠিক কোন গুণে একজন নেতা হয়ে ওঠেন, একটা দল সেরা দলে পরিণত হয়?

অলক্ষে

বিশ্বকাপ জলের নিচেও

ফুটবল খেলা হয় মাঠে। কিন্তু বিশ্বকাপের এমনই মহিমা এবার জলের তলায়ও ফুটবল। কাজটি করে দেখিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার এক ফুটবলভক্ত। রাজধানী সিওলের একটি অ্যাকোরিয়ামের ভেতর সার্ডিন মাছের ঝাঁকের মধ্যে ফুটবল নিয়ে নানা কসরৎ দেখান তিনি। ডুবুরির পোশাকের উপরে ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার জার্সি।

দিব্যেন্দু দেব